ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে জনগণের সঙ্গে প্রতারণামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত

অধিকার

১. গত ২৮ এপ্রিল ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে প্রতারনামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে জনগনের ভোটের অধিকারকে ভয়াবহভাবে নস্যাৎ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থিত প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারের চাহিদা মোতাবেক ২৮ এপ্রিল এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।[১] এই নির্বাচন প্রহসনমূলক হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ বলে ন্যায্যতা দিয়েছেন ।

২. নির্বাচনের আগে রাস্তায় নামলেই গ্রেফতার ও বাধার সম্মুখিন হয়েছেন ২০ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকরা।[২] অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রার্থী যেমন গণসংহতি আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী এবং সিপিবি-বাসদের মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের ওপরও বিভিন্ন জায়গায় হামলা করে সরকার সমর্থকরা। নির্বাচনে প্রচারনা চালাতে গিয়ে বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গাড়িতে গুলিবর্ষণসহ কয়েকবার হামলা করেছে সরকার সমর্থকরা। এছাড়াও সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।[৩] গত ২৭ এপ্রিল ঢাকা উত্তরের ১২ নং ওয়ার্ডের বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী রুনু আক্তারের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে পড়া মেয়ে শারফিন আক্তারকে তাঁদের নিজ বাড়ির সামনে থেকে সাদা পোশাকের একদল পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। মিরপুর থানা পুলিশের দাবি নির্বাচনের আগে টাকা বিলানোর সময় শারফিনসহ ছয়জনকে আটক করা হয়।[৪] নির্বাচনের আগে গত ২৩ এপ্রিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল চৌধুরী মায়া বলেন, "নির্বাচনে কিভাবে জয়ী হতে হয় আওয়ামী লীগ তা ভালভাবেই জানে"।[৫] এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ এপ্রিল ব্যাপকভাবে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন। এর প্রতিবাদে দুপুর ১২ টার পর তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দল সমর্থিত প্রার্থীরা এবং বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী জোনায়েদ সাকি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী আবদুল্লা আল কাফি ও বজলুর রশীদ ফিরোজ এবং জাতীয় পার্টির সমর্থিত ঢাকা দক্ষিণের প্রার্থী সাইফুদ্দিন মিলন

[১] ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে কমিশনার মনোনীত করে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়।
[২] নয়াদিগন্ত ২০ এপ্রিল ২০১৫
[৩] মানবজমিন ১৭এপ্রিল ২০১৫
[৪] প্রথম আলো ২৯ এপ্রিল ২০১৫
[৫] মানবজমিন ২৩ এপ্রিল ২০১৫

নির্বাচন বর্জন করেন। বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও সহিংস ঘটনা ঘটার সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন থাকলেও তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা ছিল দৃশ্যমান এবং অনেক জায়গাতেই তাঁদেরকে সরকার সমর্থকদের সহায়তা করতে দেখা গেছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করতে প্রায় ৫০০ ম্যাজিস্ট্রেট মাঠে থাকলেও তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নিষ্ক্রিয়।[৬] এছাড়া গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ সংগ্রহ ও ছবি তোলার সময় বাধা দেয়া হয়।

৩. তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন *অধিকারকে* নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি না দেয়ায় ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা ভোটকেন্দ্রগুলোর বাইরে থেকে নির্বাচনের সার্বিক অবস্থা এবং সহিংস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।[৭] চট্টগ্রামে মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে জড়িতরা অনুমতি নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয় করে রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। অসংখ্য অনিয়মের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ নিচে দেয়া হলো।

৪. নির্বাচনের আগের রাতেই রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্র দখলের অভিযোগ পাওয়া যায়। গভীর রাতে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোনে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে একাধিক কেন্দ্র দখলের খবর আসে। কোথাও কোথাও প্রিজাইডিং অফিসারকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়। ঢাকা দক্ষিণের খিলগাঁও সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার স্কুলের (কেন্দ্র নং-১৯) প্রিজাইডিং অফিসারকে ছুটি দেয়া হয়েছে বলে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় সরকার সমর্থকরা। সরেজমিনে সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, কেন্দ্রের বাইরে যুবলীগের কর্মীরা পাহারা দিচ্ছে। একই রকম চিত্র দেখা গেছে খিলগাঁও সরকারি কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খিলগাঁও মডেল স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র, ঢাকা উত্তর ৩৬ নং ওয়ার্ডের শেরে বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ, নাখাল পাড়া আলী হোসেন স্কুলেও।[৮] মিরপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভোটের আগের দিন রাত আনুমানিক আড়াইটায় স্থানীয় দুর্বৃত্ত মুন্নাসহ আরও ৫/৬ জন অস্ত্রসহ প্রবেশ করে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত উত্তরের মেয়র প্রার্থী আনিসুল হকের টেবিল ঘড়ি মার্কা ব্যালটে সিল মারে।[৯] ঢাকা দক্ষিণের নারিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দরজা বন্ধ করে ভোট দেয়া হয়। এই সময় সাধারণ ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়া হয় দেয়া বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় ভোটাররা। এই কেন্দ্রটি আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকন ও কাউন্সিলর প্রার্থী সারোয়ার হাসানের এজেন্টরা দখলে নিয়ে নেয়। দক্ষিণ মৈসন্ডি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রবেশ পথে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকন ও কাউন্সিলর প্রার্থী সারোয়ার হাসানের ব্যাজ পরে শতাধিক ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় ঐ কেন্দ্রে ভোটাররা ঢুকতে চাইলে ব্যাজ পরা কয়েকজন যুবক তাঁদের বাধা দেয়।[১০] বহু কেন্দ্র থেকে ২০ দলীয় জোটের সমর্থিত প্রার্থীর এজন্টদের বের করে দেয়া হয়। ঢাকা উত্তরের মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ইনস্টিটিউট ভোটকেন্দ্র থেকে ২০ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্টদের পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পুলিশের দাবি তাঁরা মামলার আসামী।[১১] অনেক জায়গাতেই সাংবাদিকদের ওপর হামলা, ক্যামেরা ভাংচুর ও ভয়ভীতি দেখিয়ে কেন্দ্র ছাড়া করা হয়েছে।

---

[৬] যুগান্তর ২৯ এপ্রিল ২০১৫

[৭] গত ১২ এপ্রিল অধিকার তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষন করার জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেন।

[৮] মানবজমিন ২৮ এপ্রিল ২০১৫,

[৯] মানবজমিন ২৯ এপ্রিল ২০১৫

[১০] প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০১৫

[১১] প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০১৫

ঢাকা ও চট্টগ্রামে এই ঘটনায় অন্তত ছয়জন সাংবাদিকের ওপর হামলা হয়েছে। ভয় দেখিয়ে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা হয়েছে আরও ১৫ জন সাংবাদিককে।[১২] ঢাকা উত্তরের মোহাম্মদপুর এলাকার তিনটি ভোট কেন্দ্রে গণমাধ্যমকর্মীদের ছবি তুলতে বাধা দেয় পুলিশ। পুলিশের এস আই গোলাম কবির জানান "পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে গণমাধ্যমকর্মীদের ছবি তুলতে দেয়া হচ্ছে না"।[১৩] *অধিকার* এর পর্যবেক্ষণকৃত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা উত্তরের এমডিসি মডেল ইনস্টিটিউ ভোট কেন্দ্র ও দক্ষিণের ফরিদাবাদ মাদ্রাসা ভোট কেন্দ্র ছাড়া আর কোথাও কোন বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে ভোটকেন্দ্রের বাইরে দেখা যায়নি। প্রতিটি কেন্দ্রের বাইরে সরকার সমর্থিত প্রার্থীর লোকজনকে ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে দেখা গেছে। বিএনপিসহ ২০ দলীয় জোটের সমর্থকদের ভোটার স্লিপ দিতে দেয়া হয়নি। আবার পুলিশ সরকারি দলের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর পোস্টার সংবলিত ভোটার স্লিপ ছাড়া সাধারণ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন অনেক ভোটার। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ইস্টবেঙ্গল ইনস্টিটিউশন ভোটকেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৯টায় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী সাইদ খোকনের ব্যাজ লাগানো কয়েকশ লোক ভোটকেন্দ্রের চারপাশে অবস্থান নেয়। এই সময় ২০/২৫ জন কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করে। আধাঘন্টারও কিছু বেশী সময় সেখানে অবস্থানের পর তারা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে। সুরিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা দুই জন নারী ভোটার নাম প্রকাশ না করার শর্তে *অধিকারকে* জানান, সকাল ৯ টায় তাঁরা ভোটকেন্দ্রে এসেছেন। কেন্দ্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক এসে তাঁদের বলেন আপনাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে, আপনারা চলে যান। ঢাকা দক্ষিণের পগোজ স্কুল ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত দুই গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। এই সময় একপক্ষ কেন্দ্র থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। ২ ঘন্টা পর আবারো ভোটগ্রহণ শুরু হয়। কিন্তু ততক্ষণে আতঙ্কে সাধারণ ভোটাররা কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেছেন। ফরিদাবাদ মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রে কাউন্সিলর প্রার্থী আব্দুল মান্নানের ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন স্লিপ প্রদান ক্যাম্প ভাংচুর করে সরকার সমর্থকরা।[১৪] তেজগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের একটি ভোট কেন্দ্রে বুথ দখল করে একদল কর্মীকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর প্রতীকে ব্যাপকভাবে সিল মারতে দেখা গেছে। এই সময় ভোটগ্রহণের দায়িত্বে থাকা প্রিজাইডিং অফিসার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন। এই ভোট জালিয়াতির ঘটনা বিবিসি'র এক সংবাদদাতা প্রত্যক্ষ করেন।[১৫] বিকেল চারটায় ভোটগ্রহন শেষ হলেও উত্তরার নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সরকার সমর্থকরা বিনা বাধায় ব্যালটে সিল মারে।[১৬] ঢাকার নারিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টায় প্রিসাইডিং অফিসার ওবায়দুল ইসলামকে ব্যালট পেপারে সিল মারতে দেখা যায়।[১৭] চট্টগ্রামের সিটি করপোরেশ নির্বাচনে জাল ভোট ও সরকার সমর্থকদের তাণ্ডব দেখা

[১২] প্রথম আলো ২৯ এপ্রিল ২০১৫
[১৩] প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০১৫
[১৪] ঢাকায় অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সংগৃহীত তথ্য
[১৫] http://www.bbc.co.uk/bengali/news/2015/04/150428_mek_city_elex_voting
[১৬] প্রথম আলো ২৯ এপ্রিল ২০১৫
[17] যুগান্তর ২৯ এপ্রিল ২০১৫

গেছে অন্তত ৫০০ ভোট কেন্দ্রে।[১৮] চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১ নম্বর দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের আলী আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট শুরু হলে তিন-চারশ যুবক সব ভোটারদের বের করে দিয়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষে ব্যালটে সিল মারার পর মিছিল করে।[১৯] সকাল আনুমানিক ৯টায় ফতেয়াবাদ ছড়ার কুল এলাকার আলি আহমদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং সকাল আনুমানিক সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রামের মেরিট বাংলাদেশ স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গোলাগুলি ছুঁড়ে দখলে নেয়। এছাড়া বলিহার হাট সানোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুর বারোটায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।[২০] নিউ টাইগারপাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে মারুফ নামে ১৪ বছরের এক শিশুকে দিয়ে পাঁচটি জাল ভোট দেয়ানো হয়।[২১]

৫. *অধিকার* দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার এই সংকট ও এই ব্যাপারে সৃষ্ট ব্যাপক হতাশাজনক পরিস্থিতিতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। *অধিকার* মনে করে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচন এবং ২০১৪ এর উপজেলা নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। *অধিকার* আশা করে, সবদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবিলম্বে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে দেশে দ্রুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা হবে। নতুবা জনগণ প্রতারিত হতেই থাকবে; যা দেশকে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিবে।

[১৮] মানবজমিন ২৯ এপ্রিল ২০১৫

[১৯] প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০১৫

[২০] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন

[২১] মানবজমিন ২৯ এপ্রিল ২০১৫,